তারিখ ... 5.12.79 ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 1 ... ...

দৈনিক বাংলা

080

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ : ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বার দিনব্যাপী কমনওয়েলথ সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, আমাদের দেশের পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং বিশসালা প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষা সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে। আমাদের উন্নয়নশীল সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত এবং প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারে সরকার যে কেমন সংকল্পবদ্ধ ও সচেষ্ট—প্রেসিডেন্টের কথায় তারই পরিচয় প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারই যে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির অবশ্যিক পূর্বশর্ত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা উন্নয়নশীল জাতি। দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দেশের সর্বাঙ্গীন প্রগতি অর্জনই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এই অভীষ্ট অর্জনের জন্য যে উপকরণাদি অপরিহার্য তা পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এদেশে কৃষি বেশি, শিল্প কম। গ্রামে বসবাসকারী দেশের জনসংখ্যার বিরানব্বই শতাংশের বেশির ভাগই শিক্ষাবঞ্চিত। নিজের ও দেশের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালাবার মানসিক প্রস্তুতি নেই তাদের। সমাজের গরিষ্ঠ অংশের এই মানসিক প্রস্তুতিহীন অবস্থা কেবল আর্থিক-সামাজিক-অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বহু সমস্যাকেই জটিল করে তুলছে না, জাতির অগ্রগতির পথেও অন্তরায় হয়ে আছে। এই অন্তরায় অপসারণের একমাত্র উপায় হল ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারেই নিহিত রয়েছে আমাদের বাঞ্ছিত উন্নতির সোনার কাঠি।

সর্বনিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রামে সার্থক গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনসহ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন দরকার যা জনগণের মানসিক গঠন, সামাজিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, গণতান্ত্রিক আদর্শ, জাতীয়তার উদ্বোধন এবং জাতীয় সংহতির উপযোগী হবে। আমাদের বিশ্বাস, সরকার এধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই চালাচ্ছেন। এই শিক্ষা একদিকে যেমন জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হবে, অন্যদিকে তেমনি সহায়ক হবে জাতির আত্মবিকাশে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হলেও বাস্তব কারণে তার প্রত্যাশিত বিস্তার এখনও ঘটেনি। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বয়সের প্রায় একচল্লিশ শতাংশ শিশু শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যে উনষাট শতাংশ স্কুলে ভর্তি হয়, তাদেরও বেশির ভাগ মাঝপথে পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়। আশার কথা, সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন এবং সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন। সেসবের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, প্রাথমিক স্কুল কৃষি শিক্ষা প্রবর্তন, মুক্তাঙ্গন স্কুল, পরীক্ষামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারে এসব পদক্ষেপ অবশ্যই ফলপ্রসূ হচ্ছে।

তবে প্রাথমিক শিক্ষার গোটা কাঠামোটিরই আমূল পরিবর্তন দরকার। দেশের সকল শিশু-কিশোর যাতে একই ধরনের ও মানের শিক্ষা লাভ করতে পারে, সবাই যাতে প্রতিভা বিকাশের সমান সুযোগ পায় এবং পাঠ্যবই ও অন্যান্য উপকরণের অভাবে যাতে কারও পড়া বন্ধ না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সুষ্ঠু, বাস্তবভিত্তিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার মাধ্যমেই বাঞ্ছিত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ সম্ভব বলে আমরা মনে করি।